কিন্তু *মাওলা* বলতে কি বন্ধু বুঝায় না ?

যদিও সকল যুগের এবং সকল মতাবলম্বী বহুসংখ্যক সুন্নী আলেম এই ঘটনাটি এবং রাসুল (সঃ) এর ঐতিহাসিক ঘোষনাকে নিশ্চিত করেছেন, কিন্তু মহানবী (সঃ) এর ইন্তেকাল পরবর্তী প্রকৃত ঘটনার প্রেক্ষিতে এ বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে ব্যার্থ হয়েছেন। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সে সকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরন দেওয়া অসম্ভব। গুরুত্বপুর্ন বিষয় হচ্ছে এই যে বহু সুন্নী আলেম দাবী করেন যে, রাসুল (সঃ) শুধু আলী (আঃ) কে মুসলমাদের একজন বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন!

এই ঘটনাকে বহু দৃষ্টি কোন থেকে ব্যাখ্যা করা যায় এবং তাতে দেখা যায় যে, এই ঘটনা আর ও বেশি গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ন। কুরআনের কিছু আয়াতের নাজিল হওয়া, বিশাল জন সমাবেশ, নবী (সঃ) এর জীবনের অন্তিম সময়, জনগন কর্তৃক তাদের নিজেদের ওপর রাসুল (সঃ) এর কতৃত্বের স্বীকৃতি, ঘটনার অব্যবহিত পর উমর এর অভিনন্দন ইত্যাদি আরও বিষয় যা এই স্বল্প পরিসরে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, রাসুল (সঃ) কর্তৃক আলী (আঃ) কে উত্তরাধিকারী ও ক্ষমতাসীন হিসেবে মনোনীত করাকে প্রমান করে। এটা সুস্পষ্ট যে, *মাওলা* শব্দটি মহানবী (সঃ) এর পর চূড়ান্ত ক্ষমতাধর এর অর্থ বহণ করে যা, শুধু সাময়িক ক্ষমতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

মূল কথা

এরপরও যদি এ ঘটনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দেহ থাকে এবং কতিপয় ব্যক্তির এ সত্যটিকে ভিন্ন রূপদানের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে, তাহলে মূল কথাকে এভাবে বলা যায়:

যখন ইমাম আলী (আঃ) তার খিলাফতের সময় এবং গাদির এর ঘটনার এক দশক পর, মহানবী (সঃ) এর সঙ্গী আনাস বিন মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন: "কেন আপনি অগ্রসর হচ্ছেন না সাক্ষ্য দিতে যা আপনি আল-াহর রাসুল (সঃ) কে বলতে শুনেছেন গাদির এর দিনে?" তিনি উত্তর করলেন, "হে আমীর আল-মুমেনীন! আমি বৃদ্ধ হয়েছি এবং আমার কিছু মনে নেই।" তখন আলী (আঃ) বললেন: "যদি আপনি স্বেচ্ছায় সত্যগোপন করে থাকেন, তবে যেন আলাহ্ আপনাকে এমন একটি সাদা দাগ (লেপ্রজি) দ্বারা চিহ্নিত করেন যা আপনার পাগড়ীতেও ঢাকা না পরে।" আর আনাস তার স্থান থেকে উঠার আগেই তার মুখে একটি বড় সাদা দাগ হয়ে গেল।

- ইবনে ক্বুতাইবাহ আল-দিনাওয়ারি, *কিতাব আল-মারিফ*, (কায়রো, ১৩৫৩ A.H), পৃ: ২৫১।
- আহমাদ বিন হামবল, *আল-মাসনাদ*, খন্ড ১, পৃ: ১১৯।
- আবু নু আইম আল-ইস্পাহানী, *হিলইয়াত আল-আউলিয়া*, (বাইরুত, ১৯৮৮), খন্ড ৫, পৃ: ২৭।
- নুর আল-দ্বীন আল-হালাবী আল-শাফিই, *আল-সিরাহ্ আল-হালাবিইয়া*, খন্ড ৩, পৃ: ৩৩৬।
- আল-মুত্তাক্বী আল-হিন্দী, *কানজ আল-উম্মাল*, (হালাব, ১৯৬৯-৮৪), খন্ড ১৩, পৃ: ১৩১।

গাদীর খুম সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন:
http://al-islam.org/ghadir/

v 1.0

হে রাসুল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ন হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না; আলাহ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন
(কুরআন: সুরা ৫, আয়াত ৬৭)

রাসুল (সঃ) কি একজন উত্তরসুরী মনোনীত করেছিলেন?

শিয়াগন বিশ্বাস করে যে কুরআনের আয়াতে উল্লিখিত এ ঘোষণা, মহানবী (সঃ) এর মাধ্যমে পরিপূর্নতা পায়, যখন তিনি গাদীর খুম-এর দিনে ইমাম আলী বিন আবি
তালিব (আঃ)-কে তাঁর উত্তর সুরী মনোনীত করেন।

গাদীর খুম-এর দিনে কি ঘটেছিল?

গাদীর খুম জায়গাটি মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরে মদীনা যাওয়ার পথে অবস্থিত। যখন রাসুল (সঃ) ১৮ই জিলহজ্জ (১০ই মার্চ ৬৩২), বিদায় হজ্ব শেষে ফিরার পথে এই জায়গাটি অতিক্রম করছিলেন, তখন কুরআনের এই আয়াত, *"হে রাসুল পৌছে দিন যা আপনার কাছে প্রেরিত হয়েছে..."* নাযিল হয়। যার কারণে তিনি সেখানেই থেমে পরলেন, এবং মক্কা হতে তাঁর সাথে আগত হজ্জ যাত্রীদের ও যারা সেখান থেকে নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরছিলেন, সকলকে উদ্দেশ্য করে একটি ঘোষনা করলেন। রাসুল (সঃ) এর আদেশক্রমে গাছের ডাল-পালা দিয়ে তাঁর জন্য একটি বিশেষ মঞ্চ তৈরী করা হলো। যুহর নামাজ শেষে রাসুল (সঃ) এ মঞ্চে বসলেন, এবং তাঁর জীবনের শেষ বক্তৃতা জনসমাবেশে দিলেন, যার তিন মাস পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

রাসুল (সঃ) এর এই খূতবার সবচাইতে স্মরণীয় অংশ সেসময় যখন তিনি আলী (আঃ) এর হাত ধরে উম্মতদের উদ্দ্যেশ্যে জানতে চেলেন, তিনি কি ইমানদার দের মধ্যে উন্নততর কর্তৃপক্ষ নন? জনতা সমস্বরে চীৎকার করে বলল: "হ্যা তাই, হে আলাহ্‌র দূত"।

অতঃপর তিনি ঘোষনা করলেন: **"আমি যার মাওলা (নেতা), আলী-ও তার মাওলা (নেতা)। হে আলাহ্‌, যারা তাঁর বন্ধু তুমিও তাদের বন্ধু হও, যারা তার শত্রু, তুমি তাদের শত্রু হও।"**

রাসুল (সঃ) তাঁর বক্তৃতা শেষ করার অব্যবহতি পরই কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়:

"আজ আমি তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ন করলাম, আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ন করলাম, এবং ইসলামকে তোমাদের একমাত্র ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম।" (কুরআন ৫:৩)

এরপর রাসুল (সঃ) সকলের উদ্দ্যেশ্যে আলী (আঃ)-এর প্রতি আনুগত্যের শপথ নেয়ার এবং তাকে অভিনন্দন জানানোর নির্দেশ দিলেন। যারা শপথ নিলেন তাদের মধ্যে উমর বিন আল-খাততাব ও ছিলেন, যিনি বললেন: "শাবাশ ইবনে আবু তালিব! আজ থেকে আপনি বিশ্বাসী নারী-পুরুষদের প্রধান হলেন।"

গাদীর খুম-এর এ ঘটনা শুনার পর একজন আরব রাসুল (সঃ) এর নিকট এলেন এবং বললেন: "আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্য দিতে বললেন যে, আলাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আপনি আলাহর রাসুল। আমরা আপনাকে মেনে চলেছি। আপনি নির্দেশ দিয়েছেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে আমরা তা মেনে নিয়েছি। আমাদের রমজান মাসে রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন আমরা তা পালন করেছি। আপনি নির্দেশ দিয়েছেন মক্কায় হজ্জ করতে আমরা তা অনুসরন করছি। **কিন্তু আপনি এতেও সন্তুষ্ট হননি এবং আপনি আপনার চাচাত ভাই এর হাত নিজ হাতে তুলে ধরে নেতা হিসাবে আমাদের উপর দিলেন এই বলে যে, 'আমি যার *মাওলা* (নেতা), আলী-ও তার *মাওলা* (নেতা)।' এই মনোনয়ন কি আলাহর পক্ষ থেকে না আপনার পক্ষ থেকে?** রাসুল (সঃ) বললেন: আলাহ্‌র নামে যিনি একমাত্র প্রভু! এটা আলাহর পক্ষ হতে যিনি সর্বশক্তিমান এবং মহিমান্বিত।"

এ কথা শুনার পর লোকটি উঠে গেল এবং তার উটনিটির দিকে অগ্রসর হল এই বলতে বলতে: "হে আলাহ! মুহাম্মদ যা বলল তা যদি সত্য হয় তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর একটি পাথর নিক্ষেপ কর এবং আমাদেরকে কষ্ট ও নির্যাতনের মধ্যে নিক্ষেপকর।" লোকটি তার উটনি পর্যন্ত পৌঁছতেও পারেনি তার পূর্বেই আকাশ থেকে একটি পাথর নিক্ষিপ্ত হল যা তার মাথায় আঘাত করে শরীরে ঢুকে গেল এবং সে, মৃত্যূ মুখে পতিত হল। এই উপলক্ষে মহামহিমান্বিত আলাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন:

"একজন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করছে অবধারিত শাস্তি সর্ম্পকে, অবিশ্বাসীদের জন্য, এর প্রতিরোধকারী কেউ নেই, আলাহ্‌র নিকট থেকে, যিনি উন্নয়নের সোপানের অধিকর্তা।" (কুরাআন ৭০:১-৩)

সুন্নী পন্ডিতগন কি এই ঘটনাকে সত্যবলে স্বীকার করেন ?

সুন্নী বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে, এ ঘটনার বিস্তারিত বা সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সংখ্যা এত অধিক, যে তা খুবই বিস্ময়কর! এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি রাসুল (সঃ) এর ১১০ জন সাহাবী, ৮৪ জন তাবেঈ এবং পরর্বতীকালে ইসলাম জগতের বহুশত পন্ডিত কর্তৃক প্রথম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ (সপ্তম থেকে বিংশ শতাব্দী) হিজরির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

এই পরিসংখ্যান শুধু সুন্নী আলেমদের দ্বারা সংরক্ষিত বর্ননার সংখ্যা মাত্র!

এই উৎস সমুহের মাত্র সামান্য কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হল। এই আলেমদের অনেকেই কেবল রাসুল এর ঘোষনাই বর্ননা করেননি বরং এই ঘোষনা সত্য, খাটি বলে ও মন্তব্য করেছেন।

- আল-হাকিম আল-ন্যয়সাবুরী, *আল-মুস্তাদরাক আলা আল-সহীআন* (বাইরুত), খন্ড ৩, পৃঃ ১০৯-১১০,পৃ: ১৩৩ পৃ: ১৪৮, পৃ: ৫৩৩। তিনি অত্যন্ত পরিস্কার ভাবে বর্ননা করেন যে, ইহা আল-বুখারী ও মুসলিম শরীফের মুলনীতি অনুযায়ী *সহীহ*; আল-দাহাবী তার এই সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে নিশ্চিত করেছেন।
- আল-তিরমিজি, *সুনান* (কায়রো), খন্ড ৫, পৃঃ ৬৩৩।
- ইবনে মাজাহ, *সুনান* (কায়রো, ১৯৫২), খন্ড ১, পৃঃ ৪৫।
- ইবনে হাযার আল-আসকালানী, *ফাতহ্‌ আল-বারি বি শারহ্‌ সহীহ্‌ আল-বুখারী* (বাইরুত, ১৯৮৮), খন্ড ৭, পৃঃ ৬১।
- আল-আইনী, *উমদাত আল-ক্বারী শারহ্‌ সহীহ্‌ আল-বুখারী*, খন্ড-৮, পৃঃ ৫৮৪।
- ইবনে আল-আসির, *জামি আল-উসুল*, ই, ২৭৭, নং ৬৫;
- আল-সুয়ুতি, *আল-দার আল-মানসুর*, খন্ড ২, পৃঃ ২৫৯ এবং পৃ: ২৯৮।
- ফখর আল-দ্বিন আল-রাজি, *তাফসীর আল-কাবির*, (বাইরুত, ১৯৮১), খন্ড ১১, পৃঃ ৫৩।
- ইবনে কাসির, *তাফসীর কুরআন আল-আজীম* (বাইরুত), খন্ড-২, পৃঃ ১৪।
- আল-ওয়াহিদী, *আসবাব আল-নুজুল*, পৃ: ১৬৪।
- ইবনে আল-আসির, *উসদ আল-গাবা ফি মারিফাত আল-সাহাবা*, (কায়রো), খন্ড-৩, পৃঃ ৯২।
- ইবনে হাযার আল-আসকালানী, *তাহজীব আল-তাহজীব*, (হায়দারাবাদ, ১৩২৫), খন্ড-৭, পৃঃ ৩৩৯।
- ইবনে কাসির, *আল-বিদায়াহ্‌ ওয়া আল নিহায়াহ্‌*, (কায়রো, ১৯৩২), খন্ড ৭, পৃঃ ৩৪০, খন্ড ৫, পৃঃ ২১৩।
- আল-তাহাওয়ী, *মুশকিল আল-আসার*, (হায়দারাবাদ, ১৯১৫), খন্ড ২, পৃঃ ৩০৮-৯।
- নুর আল-দ্বীন আল-হালাবী আল-শাফীঈ, *আল-সিরাহ আল-হালাবীইয়া*, খন্ড ৩, পৃঃ ৩৩৭।
- আল-জুরক্বানী, *শারহ্‌ আল-মাওয়াহীব আল-লাদুননিইয়াহ্‌*, খন্ড-৭, পৃঃ ১৩।